সালেহী
জামায়াত-শিবিরের শিক্ষক হত্যা মিশনের প্রধান

অপূর্ব কুমার, *ivRkvnx †_‡K*

‘শিবির ১৬৪ ধারা মানে না। তারা জোটেরও তোয়াক্কা করে না। ড. তাহের হত্যা মামলার চার্জশিটে সালেহীর নাম থাকলে গোটা উত্তরাঞ্চল অচল করে দেয়া হবে। সারা দেশে আগুন জ্বলবে।’

ড. তাহের হত্যা মামলার অন্যতম সন্দেহভাজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহীর পক্ষে এমন বক্তব্যই রেখেছে জামায়াতে ইসলাম ও ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দ। সালেহীকে আসামি করা হলে প্রয়োজনে জোট ভেঙে দেয়ার হুমকিও দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রনেতা জন্য ক্ষমতাসীন জোট ভেঙে দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে কেন? বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের জোটের চেয়েও সালেহী কি গুরুত্বপূর্ণ? যদি তাই হয় তাহলে কে এই সালেহী?

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে সালেহীর আসল পরিচয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ যারা উত্তরাঞ্চলের অবহেলিত জনপদে মুক্তবুদ্ধি এবং প্রগতিশীলতার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন, তারা শিবিরচক্রের টার্গেট। শিবির ব্যাপারটিকে মূলত ‘আদর্শিক যুদ্ধ’ হিসেবে নিয়েছে। আদর্শিক কারণেই এই প্রগতিশীল শিক্ষকদের সরিয়ে দিতে চায় ছাত্রশিবির। সালেহী এই কিলিং মিশনের প্রধান।

কাজেই জামায়াতে ইসলামীর জন্য সালেহী রীতিমতো সম্পদ। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে জামায়াত নেতারা তাই সালেহীকে বাঁচাতে চাইছে। ওপরের চাপ থাকাতেই রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসন সালেহীকে ধরতে নারাজ। পুলিশের উপস্থিতিতেই দম্ভভরে বলা হয়েছে আসামিকে নিয়ে এসেছি ক্ষমতা থাকলে গ্রেপ্তার করুন।’ সহজেই অনুমান করা যায় যে, জোটের ভেতর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বিএনপিকে চাপ দেয়া হয়েছে যেন সালেহীকে নিরাপত্তা দেয়া হয়।

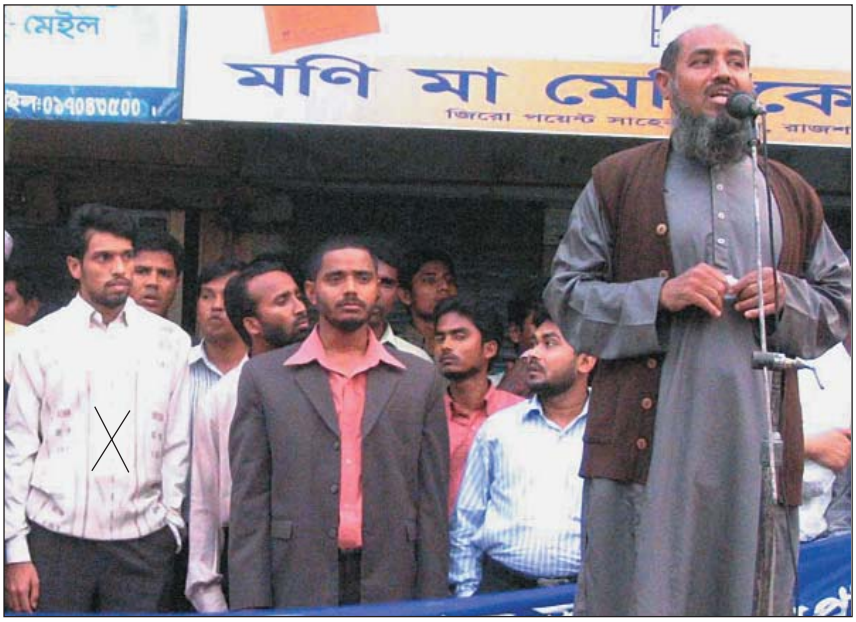

17 †de"qvwi bMixi mv‡ne evRvi eo iv¯vq Bmjvgx QvÎwkwe‡ii iwe mfvcwZ gvneej Avjg mv‡jnx‡K iwe wk¶K W. Zv‡ni nZ¨vi m‡½ Rov‡bvi cwZev` mgv‡e‡k e³e¨ ivL‡Qb RvgvqvZ Avgxi AvZvDi ingvb| iwe wk¶K nZ¨vq Awfh³ iwe QvÎwkwei mfvcwZ gvneej Avjg mv‡jnx (µmwPwýZ)

প্রশাসনের গা-ছাড়া ভাব দেখে বোঝা যায়, বিএনপিও চায় না সালেহীর জন্য জোট ভাঙুক। কাজেই সালেহী এখনোও মুক্ত।

সালেহীকে গ্রেপ্তারের ÔInm×vŠÕ নিতে রাজশাহী পুলিশ দফায় দফায় বৈঠক করে কালক্ষেপণ করে। বর্তমানে পুলিশ বলছে, সালেহীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহানগর পুলিশ কমিশনার নঈম আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, আমরা শিবির নেতা সালেহীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি। আসামিকে ছেড়ে দিয়ে এখন কেন ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে- এমন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

চাঞ্চল্যকর তাহের হত্যার তদন্তভার গোয়েন্দা বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে। একই বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর শিক্ষক ড. ইউনুস হত্যা মামলাটি ১ বছর ধরে ঝুলে আছে। পুলিশ কমিশনার নঈম আহমেদ ড. তাহের হত্যা মামলাটি গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তরের আদেশ দেন। তিনি বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের জন্য মামলাটি গোয়েন্দা বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে। থানার তদন্তকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের কাজ এটি। ফলে দ্রুত চার্জশিট দেয়া সম্ভব হবে। পুলিশ কমিশনার আরো জানান, মামলার তদন্তভার দেয়া হয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের এসআই আচানুল কবিরকে। মামলার তদন্তের জন্য আচানুল কবিরকে বোয়ালিয়া থানা থেকে গোয়েন্দা বিভাগে বদলি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, দারোগা আচানুল কবির একজন বিতর্কিত পুলিশ কর্মকর্তা। ৬ মাস আগে গোয়েন্দা পুলিশের দায়িত্ব পালনকালে দায়িত্বে অবহেলার জন্য তাকে সাসপেন্ড করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের অভিযোগ, হত্যা মামলার তদন্তের গতি পরিবর্তন করতেই দারোগা আচানুল কবিরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র জানায়, ড. তাহের হত্যা মামলায় আটক ৫ আসামির মধ্যে জাহাঙ্গীরসহ ৩ জন ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে হত্যাকান্ড নিয়ে আর কোনো জটিলতা নেই। একই মামলার দ্বিতীয়বার রিমান্ডে আছেন ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন। রিমান্ড শেষ হলেই অভিযোগপত্র দেয়া হবে।

হত্যায় জড়িত সালেহী

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ড. তাহের হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারকৃত গার্ড জাহাঙ্গীর, নাজমুল ও সালাম রিমান্ডে তাদের জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে যে, তারা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত। তাদের স্বীকারোক্তিতে এসেছে সালেহীর নাম। জাহাঙ্গীর, নাজমুল ও সালাম সবাই এই হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন ও একই বিভাগের ছাত্রশিবির নেতা মাহবুব আলম সালেহীকে চিহ্নিত করে। জাহাঙ্গীর জানায়, একটি কম্পিউটার এবং বড় ভাই সালামের চাকরির লোভে সে ড. তাহেরকে খুন করে। সে স্বীকার করে যে, প্রথমে ড. তাহেরকে হত্যার পরিকল্পনা মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন তাকে জানায়। পরে মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন শিবির নেতা সালেহীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর ড. তাহের কবে রাজশাহী আসবেন সে কথা ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন তার কাছে জানতে চান। জবানবন্দিতে জাহাঙ্গীর ও নাজমুল উল্লেখ করে, প্রফেসর তাহেরকে হত্যার জন্য মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন একটি পিস্তল জাহাঙ্গীরের হাতে দেয় । ড. তাহের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে রাজশাহী আসার পর জাহাঙ্গীর, নাজমুল এবং সালাম কোয়ার্টারের নিচতলায় অপেক্ষা করে। জাহাঙ্গীর পিস্তল হাতে ওপরে দোতলায় ওঠে পিস্তলের বাঁট দিয়ে ড. তাহেরের মাথায় আঘাত করে। এ সময় নিচতলা থেকে নাজমুল, সালাম, মহিউদ্দিন ও সালেহী ওপরে উঠে আসেন। ড. তাহের বাধা দিতে চাইলে সবাই মিলে তার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে হত্যা করে। এরপর ধরাধরি করে ড. তাহেরের লাশ নিচতলায় জাহাঙ্গীরের রুমে নিয়ে আসা হয়। ১ ঘন্টার মধ্যে ড. তাহেরকে বাড়ির পেছনে সেফটিক ট্যাঙ্কের ভেতরে রাখা হয়।

স্বীকারোক্তি আদায়ের পরপরই উচিত ছিল সালেহীকে গ্রেপ্তার করা। ড. মহিউদ্দিনকে তাই করা হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সালেহীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

মূলত জামায়াত নেতাদের চাপে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না বলে ধারণা করা হচ্ছে । সালেহীর গ্রেপ্তার এড়াতে মহানগর ও কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতারা উঠেপড়ে লেগেছে সরেজমিন দেখা গেছে, ছাত্রশিবির, জামায়াতের নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে সালেহীকে জড়ানোর প্রতিবাদে প্রতিনিয়ত বিক্ষোভ সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে গত শুক্রবার রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একজন ওয়ার্ড কমিশনার ও একজন জামায়াতপন্থী পৌর প্রশাসক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা অফিসে ড. তাহের হত্যাকান্ড সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন। ওয়ার্ড কমিশনারদের মধ্যে রয়েছেন ২৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার গিয়াসউদ্দিন, ৩০ নং ওয়ার্ড কমিশনার আঃ সামাদ ও ২৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার গোলাম কুদ্দুস এবং কাটাখালীর পৌর প্রশাসক মাজেদুর রহমান। এরা সবাই জামায়াতপন্থী। বিবৃতিদাতারা দাবি করেন জাহাঙ্গীর, নাজমুল ও সালাম আত্মস্বীকৃত খুনি। এই হত্যাকান্ডে একটি বিশেষ মহল এবং কিছু পত্রপত্রিকা খুনিদের বাঁচাতে পরিকল্পিতভাবে শিবির নেতা সালেহীকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে সালেহী কোনোভাবেই জড়িত নয়। জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী মহানগর শাখার আমির আতাউর রহমান ২০০০কে বলেন, এই হত্যাকান্ডে সালেহীকে জড়ানো জামায়াতের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। জামায়াতবিরোধীরা জামায়াতের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ২০০০-এর পক্ষ থেকে জাহাঙ্গীরের দেয়া ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিতে সালেহীর নাম থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৬৪ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকে অনেক কিছু বলে। শেষ পর্যন্ত আসল সত্যটি বের হয়ে আসে ।

১৬৪ ধারা মানে না বলে শিবির নেতারা যে দম্ভোক্তি করেছে, তার সঙ্গে এই বক্তব্য মিলে যায়। অথচ অপর আসামিকে ১৬৪ ধারায় দেয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সালেহী গ্রেপ্তার না হওয়ার নেপথ্যে

রাজশাহীতে বিএনপি-জামায়াতের নির্বাচন অনেকখানি জামায়াতের ভোটের ওপর নির্ভরশীল। অভিযোগ রয়েছে, রাজশাহীর ৫টি নির্বাচনী এলাকায় বিএনপির সাংসদ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভোটব্যাংক হচ্ছে জামায়াত। নির্বাচিত এমপিরা বিভিন্ন সময় জামায়াতকে সুবিধাও দিয়ে থাকে। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর আশপাশের এলাকা যেমন বিনোদপুর, মেহেরচন্ডী, বুধপাড়া জামায়াত-শিবির নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এসব এলাকায় শিবিরের রয়েছে একচ্ছত্র প্রভাব। মূলত এই ভোটের হিসাব-নিকাশের কারণেই প্রশাসন শিবির নেতা সালেহীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিচ্ছে না বলে মনে করছেন সচেতন মহল ।

সবার বক্তব্য একই

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে আলাপকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আলতাফ হোসেন ২০০০কে বলেন, পুলিশ প্রশাসনই বলতে পারবে কারা প্রকৃত দোষী। আশা করা হচ্ছে অতি দ্রুত ড. তাহের হত্যা মামলার আসামিদের বিচার হবে ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর নজরুল ইসলাম ২০০০কে জানান, প্রফেসর ইউনুস হত্যা মামলার চার্জশিট তৈরি এবং ড. তাহের হত্যার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে শিক্ষক সমিতি লাগাতার আন্দোলন-কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

রাকসুর সাবেক ভিপি বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা ২০০০কে জানান, পাকসেনাদের প্রেতাত্মারা '৫২, '৬৯, '৭১-এর মতো এখনো এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করছে। প্রফেসর ইউনুস এবং ড. তাহের এই অপশক্তির হাতেই খুন হয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ২০০০কে বলেন, ড. তাহের হত্যাকান্ড সম্পর্কে জামায়াতের বিবৃতি স্ববিরোধী । তারা এক সময় জাহাঙ্গীরকে যুবলীগ কর্মী আবার পরে ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে দাবি করছেন। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসাছাত্র জাহাঙ্গীর ছাত্রশিবিরের কর্মী।

কে এই সালেহী

ড. এস তাহের হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত রাবির শিবির সভাপতি সালেহীর পুরো নাম মাহবুবুল আলম সালেহী। সালেহী কুড়িগ্রামের উলিপুরে জন্মগ্রহণ করে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে সে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৯৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়। এরপর রাবি মাদারবখ্শ হল শাখার শিবির সভাপতি দায়িত্ব পালন করে। ক্রমান্বয়ে সে শিবির রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক থেকে সভাপতি নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি ৩ ফেব্রুয়ারি ড. এস তাহের আহমেদ হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সে পলাতক রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের জবানবন্দিতে ড. মহিউদ্দিনের সঙ্গে সালেহী এ হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনায় ছিল বলে জানা যায়। মহিউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এ হত্যাকান্ডে সালেহী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।